বিয়ে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৩২৯

শিশির পাবলিশিং হাউস।
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

মূল্য ২৲

প্রকাশক—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ
শিশির পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট্,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস
১৪ নং জগন্নাথ দত্তের লেন,
কলিকাতা

উপহার পৃষ্ঠা

উৎসর্গ

আমার অগ্রজ

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, আর, এস, আই.

এ, এম, আই. ই. সি, ই, (লণ্ডন) ইঞ্জিনীয়ার।

সেজদা!

আমার ছবিগুলি দেখে তুমি কত আনন্দিত হও, কত খুসি হও। তোমার কাছ থেকে বরাবর কত উৎসাহ পেয়ে আসছি তাই তোমার আদরের এই ছোট ছবির "বিয়ে" বইখানি—তোমাকেই উৎসর্গ করলুম। ইতি—

৬৪ নং মোহনবাগান লেন,
কলিকাতা।
১লা আশ্বিন, ১৩২৯।

তোমার স্নেহের
বীরেন

নিবেদন

"ভাবের অভিব্যক্তি"র যে এতটা সমাদর হইবে ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সহৃদয় গ্রাহকবর্গের নিকট হইতে এতটা উৎসাহ পাইয়াছি বলিয়াই আমার নূতন ভাবের অভিব্যক্তি "বি'য়ে" বইখানিও বাহির করিলাম।

এই ছবিগুলির প্রত্যেক ভূমিকা আমি নিজেই গ্রহণ করিয়াছি, সকল ছবির প্লটও স্বরচিত। অনেকের অন্যরূপ ধারণা হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই একথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

"ভাবের অভিব্যক্তি"র "বি'য়ে" বইখানিও পাঠকগণ প্রীতির চোখে দেখিলে আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে।

৩৪ নং মহোনবাগান লেন,
কলিকাতা।
১লা আশ্বিন, সন ১৩২১।

ইতি—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ভূমিকা

শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ কিছুতেই বুঝিবেন না যে, তাঁহার 'বিয়ে'র ভূমিকার সম্পূর্ণ প্রয়োজনাভাব ;—তাঁহার ভাবের অভিব্যক্তিই তাঁহাকে সর্ব্বজন পরিচিত করিয়াছে। একে 'ভূমিকা', তাহাতে আবার 'বিয়ে'র :—আমার স্থায় বৃদ্ধকে তাহার মধ্যে টানিয়া আনা যে মোটেই শোভন হইতেছে না, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি ;—তবুও 'ভূমিকা' চাই। আমি এই মাত্র বলিতে পারি, যাঁহারা ধীরেন্দ্রনাথের 'ভাবের অভিব্যক্তি'কে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার 'বিয়ে'তে শাঁখ বাজাইবেন ! ধীরেন্দ্রনাথের অনন্য-সাধারণ ক্ষমতা এই যে, তিনি এই 'বিয়ে'তে একধারে পুত্র, পিতা. মাতা, স্ত্রী, সখা, সখীর ভূমিকা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীজলধর সেন



শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সৎবুদ্ধি

(১ম দৃশ্য)

সৎবুদ্ধি

বন্ধু— ভাই সুরেশ, তোমার ত বিয়ে হতে চল্লো, বিয়ে হলে আর কি আমরা আমল পাব ?

সুরেশ— বল কি ভাই ? তুমি কি মনে করেছ বিবাহ করে আমি স্ত্রৈণ হয়ে যাবো !!! যে জিনিষটাকে আমি সব চাইতে বেশী ঘৃণা করি ।



বিপদে

(২য় দৃশ্য)

বিপদে

সুরেশ— দেখ্ দেখি এম্‌নি সময় যদি এসে প'ড়েন—আমি কি করি ! পাঞ্জাবীটায় গিলে দিতে বলেছিলুম না ?

উড়ে ভৃত্য—নির্ব্বাক ও হতভম্ব ।



পাকা দেখা

(৩য় দৃশ্য)

পাকা দেখা

কন্যাকর্ত্তা— আহা কি শান্ত স্বভাব!! ভাগ্যক্রমে এমন জামাই পেয়েছি।

সুরেশ— (স্বগতঃ) আজ্ঞে, তা বই কি—তা বই কি।



নিভৃতে শুভদৃষ্টির কল্পনা

(৪র্থ দৃশ্য)

নিভৃতে শুভদৃষ্টির কল্পনা

সুরেশ —

তাইত কেমন করে চাইব—এমনি নয় ;

*   *   *   *

ওগো ! স্ফূর্ত্তি ত আর চাপ্‌তে পাচ্ছি না, আমার যে বড্ড নাচ পাচ্ছে। পাচ্ছে যখন তখন নাচ্‌বো গো—নাচ্‌বো গো !



মস্তিষ্কের সন্দেহ

(৫ম দৃশ্য)

মস্তিষ্কের সন্দেহ

বন্ধু—ওরে, তোর দাদা বাবুকে ডেকে দেনা।

উড়ে ভৃত্য—মোর দাদা বাবু দরজা দেইকিরি লম্ফ মারুছেন—ফের-হাসছেন্।

হায় হায় মোর দাদাবাবুর মথাটা খারাপ হই গলা।



নিয়ম পালন

(৬ষ্ঠ দৃশ্য)

নিয়ম পালন

বন্ধু—ওরে সুরেশ, তুই এ কি কচ্ছিস? কোথায় আজ বিয়ের দিনে উপোষ করে থাক্‌বি, না এখানে বসে টপাটপ্‌ মেরে দিচ্ছিস?

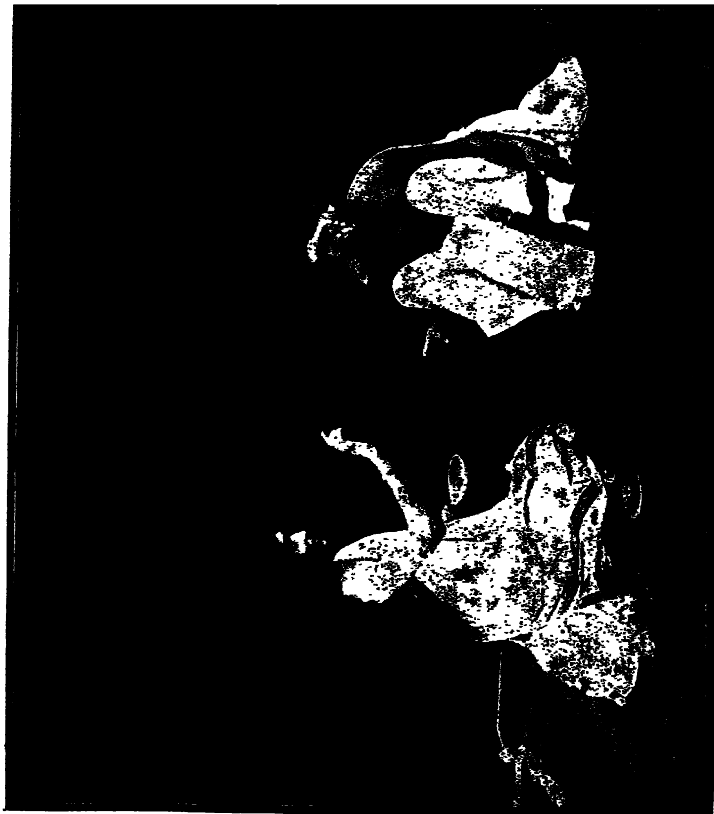
অপছন্দ

(৭ম দৃশ্য)

অপছন্দ

সুরেশ—ও দিদি! দূর ছাই কি করে যে ফোঁটা দিলে! ছিঃ, ছিঃ, একটু ভাল করে দাও।

ভগিনী—তুই যে ছট্‌ফট্ কচ্ছিস!।



শুভদৃষ্টি

(৮ম দৃশ্য)

শুভদৃষ্টি

সুরেশ—আরে, এ যে ফার্ষ্ট ক্লাস ! ! ওগো ! আমি তোমায় কত ভালবাস্‌বো। আর তুমি ? মাথা নেড়ে বল্‌ছো বাস্‌বে। হঁা-হঁা হঁা—বাস্‌বে ত ?



ধন্বন্তরী সাল্‌সা

(৯ম দৃশ্য)

ধন্বন্তরী সাল্‌সা

বন্ধু—আরে, অবাক্ কল্লে। এই দু দিনেই এম্‌নি ফিট্ ফাট হয়েছো যে। কিন্তু এমন রং ফরসা কি করে কল্লে ভাই ?

সুরেশ—ওহে, এই ম্যারেজ টনিক্‌টা রং ফরসা আর ফিট্‌ফাট হবার একেবারে ধন্বন্তরী সালসা, তা আমি এই দুদিনেই টের পেয়েছি।



পরীক্ষা-বিভীষিকা

(১০ম দৃশ্য)

পরীক্ষা-বিভীষিকা

মা—তা হ'লে তুই কালকেই কলকাতায় চলে যা : আবার তোর পরীক্ষার ত বেশী দেরী নেই। বুড়ো মার একটু কথা শোন।

সুরেশ—না, সে সব ভয় তুমি কিছু ক'রো না। আমি এমন করে সব পড়ে রেখেছি যে আর দু'বছর না পড়লেও কার বাবার সাধ্যি যে আমায় ফেল করে !!



নিউর

(১১শ দৃশ্য)

নিষ্ঠুর

(সুরেশ নিজগৃহে বইগুলি একদিকে ঠেলিয়া রাখিয়া নববধূকে চিঠি লিখিতেছে ও নিজমনে পড়িতেছে)

উঃ তুমি কি নিঠুর !! পড়াশুনা সকল বিসর্জ্জন দিয়ে শুধু তোমারি জন্য এখনও এখানে পড়ে আছি। আর তুমি—তুমি কি একবারও দিনের মধ্যে দেখা দিতে পার না ? এখানে আস্‌তে লজ্জা করে ? পাছে গুরুজনেরা কেউ দেখেন বলে ? কেন একগাছা ঝাঁটা হাতে করেও আসতে পার না ?



চিন্তা

(১২শ দৃশ্য)

চিন্তা

উড়ে ভৃত্য—দাদাবাবু! ও দাদাবাবু চুপ বসি কিটা ভাবিছো? টেশনু যাবে না? দেরী হই গলা। মুই উড়িয়া আছি, টিকে টিকে বুঝি পারু। প্রেম হউছে ত মুই কন করিবে?



নির্দ্দয় বিধি

(১৩শ দৃশ্য)

নির্দ্দয় বিধি

সুরেশ—উঃ! কি ভীষণ এই সংসার! এরা কেউ একবার আমার দিকে চাইলে না? কেউ বুঝলে না? তবে এ বিবাহে কি দরকার ছিল?



বিদায়

(১৪শ দৃশ্য)

বিদায়

ভৃত্য—বাক্স বিছানা লইয়া ষ্টেশনাভিমুখে চলিয়াছেন, সুরেশ বলিবর্দ্দের ন্যায় পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছে।



হুতাশ

(১৫শ দৃশ্য)

হতাশ

ডাকপিয়ন—আপ্‌কা চিঠি হ্যায় নেহী—ত কাঁহাসে দেগা ?

সুরেশ—দেখ্‌ছো তো হাম্‌রা অবস্থা, দেখে একটুও কি বুঝিতে পার্‌তা নেই হ্যায় ? খু-উ-ব প্রাতঃকালে উঠ্‌কে তোম্‌কা অপেক্ষায় বসে হ্যায়। তোম্‌রা শুষ্টিকা পা ধর্‌তা হ্যায় একটু মনোযোগ কর্‌কে দেখনা হ্যায়। চেষ্টাকে অসাধ্য কোন কাজ নেহী হ্যায়।



মনের ব্যাধি

(১৬শ দৃশ্য)

মনের ব্যাধি

কলিকাতার বন্ধু—কি বাবা বি'য়ে করে এলে, এবার খাওয়াও বাবা—নইলে হ্যাঁ বাবা তা বলে দিচ্ছি।

সুরেশ—দেখ ভাই, সত্যি বলছি মনটা মোটেই ভাল নেই। তা দেখ ভাই এই প্রমিস্ কচ্ছি, একটি চিঠি পেলেই, বুঝেছ ভাই. একটি চিঠি পেলেই।



গোপন কথাটি

(১৭শ দৃশ্য)

গোপন কথাটি

বন্ধু—আজ যে বড় ভারী খুসী দেখছি, ব্যাপারখানা কি ?

সুরেশ—দেখ্‌বে ভাই, দেখ্‌বে ভাই। শুধু (Address) এড্রেস্‌টুকু দেখ্‌বে ভাই, কিন্তু মাইরি বলছি ভাই, আর কারুকে বল না ভাই। তুমি আমার খুব আপনার ব'লে ভাই। এই দেখ ভাই শুধু এড্রেস্‌টুকু ভাই।



এড়েসটুকু

(১৮শ দৃশ্য)

এড্রেসটুকু

দ্বিতীয় বন্ধু—হ্যারে সুরে! এবার কিন্তু খাওয়াটা ছাড়ছিনে তা বলে দিচ্ছি—

সুরেশ—এইবার ঠিক খাওয়াব ভাই, তুমি দেখ্‌বে ভাই, দেখবে ভাই। শুধু (Address) এড্রেসটুকু ভাই। তুমি আমার অত্যন্ত আপনার কিনা ভাই, কিন্তু ভাই আর ভাই কাউকে ভাই বল না ভাই শুধু ভাই এড্রেসটুকু ভাই।

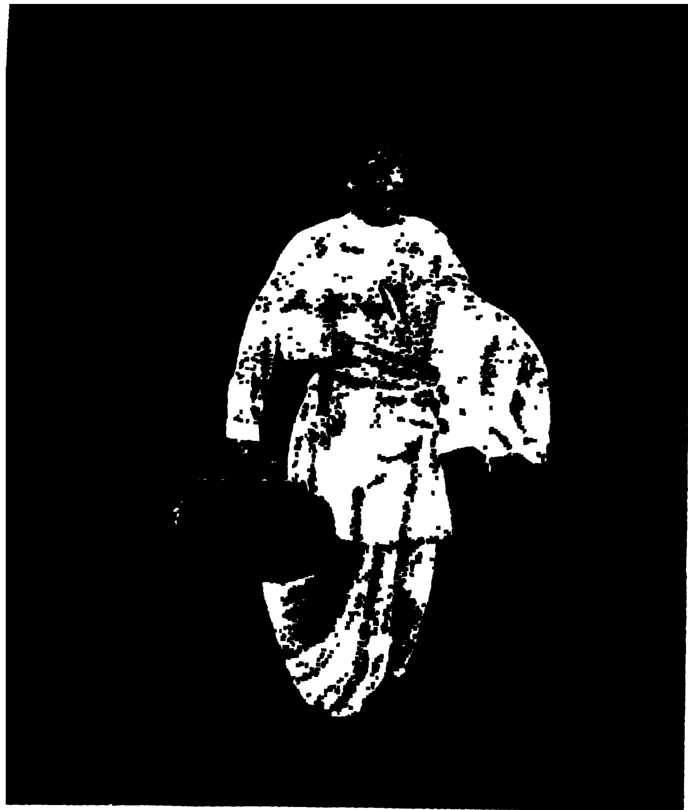


জ্বালানিবারণীর-পথে

(১৯শ দৃশ্য)

ক্যালানিবারণীর-পথে

সুরেশ—এই গেল যা—গাড়ী বুঝি আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু যেমন করে হয় গাড়ী ধরবই-ধরবো।



ফরাসে

(২০ দৃশ্য)

প্রবাসে

সুরেশ—মশাইগো, ওগো মশাইগো-টিকিট দিন-টিকিট দিন। উঃ! মাই ওয়াইফ (My wife) মাই ওয়াইফ। কথাটা শুনছেন? ওয়াইফের কাছে যাবার টিকিট চাইছি। দোহাই আপনার—হুঁকোটা একটু রাখুন। এই শেষ বার বলছি টিকিট দিন—! কি রকম ভদ্রলোক আপনি বলুন দেখি?



উৎকট ব্যাধি

(২১ দৃশ্য)

উৎকট ব্যাধি

মা—ওকি, তুই চলে এলি যে ? পরীক্ষা সব হয়ে গেছে ?

সুরেশ—মা তোমরা কেবল পাশ করা নিয়েই ব্যস্ত। এদিকে আমার যে কি হয়েছিল তা কি, জান ? কিছু খেতে পারিনে, ঘুমোতে পারিনে, বুকে ব্যথা, তার উপর জ্বর জ্বর ভাব, আমাশয়. কলেরা. নিউমোনিয়া—



বিজ্ঞান পুত্র

(২২ দৃশ্য)

বিদ্বান পুত্র

পিতা—আবার কি কথা শুনবো? কাউকে না জানিয়ে,—অসময়ে,—পরীক্ষা সব না হ'তেই চলে আসবার মানে কি?

সুরেশ—আজ্ঞে ইউনিভারসিটির সব ব্যাপার কিছু বুঝ্তে পারবেন না। যে ছ'টোর পরীক্ষা দিয়েছি তাতে কি আর ফেল হবার জো আছে?



গ্রাম্য বধূ

(২৩ দৃশ্য)

গ্রাম্য বধু

স্ত্রী—ওমা, তুমি এলে যে ?

সুরেশ—হঁ—এর নাম ভালবাসা !!

গ্রাম্য স্ত্রী তুমি—তুমি "লাভের" (Love) বুঝ্‌বে কি



মিলন

(২৪ দৃশ্য)

মিলন

স্ত্রী—ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমার উপর রাগ করোনা। তোমার "লাভ" যদি না বুঝে থাকি ত বুঝিয়ে দাও—শিখিয়ে দাও—

সুরেশ—আহাহা—কর কি-কর কি। তোমার উপর কি রাগ কত্তে পারি? এস এস আমার সকল রোগের ঔষধ, সকল পুস্তকের সার মর্ম্ম, আমার পরীক্ষার ফল!! আজ আমার কি আনন্দ। কি হবে বি, এ, পাশ করে?—আজই আমার সার্থক পাশ—বি, এ—বি'য়ে।



যদি কেহ এই মিক্‌চার বিলাতী তামাকে প্রস্তুত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন তাহাকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

সাবধান! নকল কি না সহি দেখিয়া লইবেন।

স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার করুন।

স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলনে সহায়তা করুন!

স্বদেশী দ্রব্যেই প্রীতি উপভোগ করুন!

নিজের হাতে পাকান সিগারেট ব্যবহার করুন—

পকেট খরচ কমিয়ে ফেলুন—

মিতব্যয়ই স্বদেশীর মূলমন্ত্র জেনে রাখুন।

নাইডু সিগারেট টোব্যাকো।

রেজিষ্টার্ড

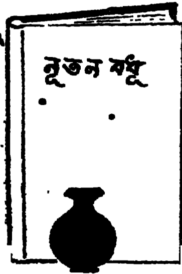
ভারতজাত উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তামাকের পাতা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই মিক্‌চার প্রস্তুত হইয়াছে—গুণে ও গন্ধে বিদেশী মিক্‌চারের সমতুল্য।

এই মিক্‌চার সৌগন্ধে ভরপুর—কিন্তু নিকোটিন বিষের কুফল ইহাতে আদৌ পাইবেন না। বিলাতী সিগারেট বা মিক্‌চারসেবী গুণগ্রাহীগণ ব্যবহার করিয়া দেখুন ইহা সত্য কি না—অন্যান্য অনেক মিক্‌চারের ন্যায় ইহাতে গলনালীর দোষ জন্মাইবে না। এই প্যাকেটে প্রায় সাধারণ সিগারেটের আকারে ৬০টী সিগারেট নির্ম্মিত হইবে, অথচ মূল্য ।/০ পাঁচ আনা। কাজেই দেখুন, মূল্যবান্ সিগারেটের আবশ্যকতা নাই, খরচও অনেক সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। মূল্য—প্রতি প্যাকেট ।/০। এই প্যাকেট রাখিবার জন্য বাক্স ।৶০।

সি, আর, নাইডু।

৭৯, হাওড়া রোড, সালকিয়া।

পাইকারী দরে মুর্গীহাটার প্রত্যেক দোকানে পাইবেন। খুচরা প্রত্যেক দোকানে পাইবেন।



আমাদের দেশে বালিকাদের পাঠোপযোগী উপন্যাস বড় একটা দেখা যায় না নূতন বধূ পড়িলে আমোদের সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের কচি কচি মনগুলি সুগঠিত হইয়া উঠিবে। ইহাতে বন্ধুত্বের জন্য স্বার্থত্যাগের চিত্র আছে; স্নেহের, প্রেমের সরস মধুর আখ্যান আছে। ইহাতে পুরুষ চরিত্র আদৌ নাই। কিশোরী চরিত্র লইয়াই গল্পটি লেখা। গোলাপি এণ্টিকে ছাপা। তিন রঙা ও এক রঙা ছবি আছে। প্যাডে বাঁধাই। মূল্য ১.০ মাত্র।



কিশোরীদের পাঠোপযোগী আর একখানি উপন্যাস। কিশোরী চরিত্রে লইয়াই বইখানি লেখা হইয়াছে। এই বইতে পুরুষ চরিত্র নাই। বালিকাদের পাঠোপযোগী এরূপ সুন্দর উপন্যাস বাঙ্গলা ভাষায় আর নাই বলিলেই চলে। ছাপা, মোটা এণ্টিকে রঙিন কালিতে প্যাডে বাঁধাই। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

শিশির পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।



বিবাহ রাত্রের মিলন গীতি—বিয়ের মন্ত্র কবিতা হারে গাঁথা হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিদের বহু গবেষণার ফলে যে মন্ত্র নীতি, ধর্ম্ম ও দেহ তত্ত্বের উপর রচিত হইয়াছিল তাহাই আজ দুর্বোধ্য সংস্কৃত কুহেলিকা ভেদ করিয়া সুললিত বাঙ্গালায় মধুর ছন্দে প্রকাশিত হইল। এ গান সমস্বরে সকলেরই গাওয়া উচিত। বঙ্গ-গৃহের বঙ্গ-ললনার হাতে হাতে এ **মাঙ্গলিকী** শোভিত হউক। গোলাপি এণ্টিকে ছাপা, তিন রঙা ছবি, রেশমী ফিতায় ফুলের মত গ্রন্থি বাঁধা। মূল্য নাম মাত্র ৷৷০ আনা।



হিন্দু নারীর **ব্রত, পার্ব্বণ** সংযম শিক্ষা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতকেও স্তম্ভিত করিয়াছে, হিন্দুর নিকট এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের শুধু এইটুকু বক্তব্য আছে যে এ বাজার সংস্করণ ব্রতকথা নহে। ইহার প্রত্যেকটি ব্রত প্রাণ মন দিয়া লেখা। প্রত্যেকটি ব্রতের গল্পাংশ মুখে শোনার মত মিষ্টি। তাহার পর তিন রঙা ৪।৫ খানি ছবি, ও এক রঙা অসংখ্য ছবি। গোলাপি এণ্টিকে ছাপা, প্যাডে বাঁধাই। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।